দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 NOV 1992
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

40

35

শিক্ষার মানোন্নয়নে জবাবদিহিতা চাই

—প্রধানমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (সোমবার) বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির দুইদিনব্যাপী জাতীয় মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা চালু করিতে না পারিলে শিক্ষার মান উন্নত হইবে না। গণতন্ত্রের জন্য জবাবদিহিতা অপরিহার্য। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের মত

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষা ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা চালু করিতে হইবে। তাহা হইলেই কাংক্ষিত ফল পাওয়া যাইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, আমরা চাই না আমাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য বিদেশে যাক। বিদেশে মেধা পাচার হউক।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান, সাংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম এম,পি, ডঃ মইন খান এম, পি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ. বাকশিসের সভাপতি প্রিন্সিপাল কে,এম শহীদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না হইলে শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি হইতে

প্রধানমন্ত্রী

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষক সমাজের কল্যাণে সর্বপ্রথম বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য এক ও অভিন্ন চাকুরী বিধি প্রণয়ন করেন এবং ১৯৮০ সালে তাহাদের জাতীয় বেতন কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করেন।

তিনি বলেন, স্বৈরাচার শিক্ষার উপর চরম আঘাত হানে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করিয়া দেয়। শিক্ষাঙ্গনে সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের আমদানী করা হয়। সূচনা হয় সেশন জট ও মেধা পাচারের। পরীক্ষার নামে চালু করা হয় গণ টোকাটুকি। নয় বছরের অনাচারের জের জাতিকে এখনও বহন করিতে হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাই উন্নতি ও অগ্রগতির মাপকাঠি। মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার। আমরা তাই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করা হইতেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামীণ মেয়েদের শিক্ষা অবৈতানিক করা হইয়াছে। পল্লী এলাকায় মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত থানাসমূহে শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হইতেছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নীত করা হইতেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত গণশিক্ষা কার্যক্রম আবার চালু করা হইয়াছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচী শুরু হইয়াছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হইয়াছে। বেসরকারী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নূতন নূতন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাঙ্গন হইতে সন্ত্রাস নির্মূলে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুই কেবল আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা শিক্ষার গুণগত মান বাড়াইতে চাই। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর জোর দিয়াছি। আমরা উৎপাদনমুখী ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাই। আমরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চাই যাহা হইবে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী। এই ব্যাপারে আমরা বিজ্ঞ শিক্ষক সমাজের সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শ চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের ব্যাপক পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। অধিকহারে নূতন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো গড়িয়া তোলা হইতেছে। বেসরকারী শিক্ষকদের ইতিমধ্যেই নূতন জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতায় আনা হইয়াছে। তাহাদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আমাদের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় নাই। বরং আরও বড় দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। গণতন্ত্র অর্জনের চেয়ে গণতন্ত্রের সুরক্ষা আরও কঠিন। এই কঠিন দায়িত্ব পালনে এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে। গণতন্ত্র ও শিক্ষা পরস্পরের সহায়ক। শিক্ষা থাকিলে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা বলেন, দেশকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নাই। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য দেশে শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচে। নকলের প্রবণতা হইতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করিতে না পারিলে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হইবে না। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান বলেন, দেশের সকল মানুষকে শিক্ষিত করা সম্ভব না হইলে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হইবে। অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়া দেশ গঠনে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করুন। শেখ আমানুল্লাহ বলেন, আমরা শিক্ষকেরা বেশী কিছু চাইনা। সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা চাই। প্রিন্সিপাল এ, কে,এম শহীদুল্লাহ বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন করিতে হইলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করিতে হইবে। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষকেরা রাজনীতি করি না। তবে যে সরকার জনগণের কথা বলিবেন আমরা তাহাকে সহায়তা করিব। কাজী ফারুক আহমেদ শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্ট-'এর কার্যক্রম চালু করার জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।